সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৮৬
WEEKLY BOOKLET:286

'আমীরে 'আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত
"ফয়যানে নামায" কিতাবের একটি অংশ

নামাযের বিভিন্ন বরকত

- নামাযের মাধ্যমে গুনাহ মুছে যায়
- নামায থেকে অবসর হতেই গুনাহ ক্ষমা
- নেকী সমূহ লোপন করার ফযীলত
- সত্তর হাজার ফেরেশতা পিছনে নামায আদায় করে

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

(এই বিষয়বস্তু "ফয়যানে নামায" কিতাবের ৬৯-৮৪ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে)

নামাযের বিভিন্ন বরকত

দরুদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জিবরাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) আমাকে বললেন: **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: "হে **মুহাম্মদ**! আপনি কি এ বিষয়ে সন্তুষ্ট নন যে, আপনার উম্মত আপনার প্রতি একবার সালাম প্রেরণ করবে, আমি তার প্রতি দশবার সালাম প্রেরণ করবো?" (নাসায়ী, ২২২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৯২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

এক ব্যক্তির যখন গুনাহ হয়ে গেলো

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত: এক ব্যক্তির একটি ছোট গুনাহ হয়ে গেলো, সে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করল, এরই প্রেক্ষিতে (১২তম পারা সূরা হুদ এর ১১৪ নং) আয়াত অবতীর্ণ হলো:

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ﴿۱۱۴﴾

(পারা ১২, সূরা হুদ, আয়াত ১১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নামায প্রতিষ্ঠিত রাখো দিনের দু'প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে, নিশ্চয় সৎকর্মসমূহ অসৎ কর্মসমূহকে মিটিয়ে দেয়, এটা উপদেশ মান্যকারীদের জন্য।

www.dawateislami.net

সে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটা কি শুধু আমারই জন্য? ইরশাদ করলেন: "আমার সব উম্মতের জন্য।"

(বুখারী, ১/১৯২, হাদীস: ৫২৬) (বাহারে শরীয়াত, ১/৪৩৫)

আয়াতের তাফসীর: এই আয়াতে মুবারাকার আলোকে সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দিনের দু'প্রান্ত দ্বারা সকাল ও সন্ধ্যা বুঝানো হয়েছে। সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বেকার সময় সকাল এবং পরবর্তী সময় সন্ধ্যায় অন্তর্ভূক্ত। সকালের নামায হচ্ছে ফজর আর সন্ধ্যার নামায হচ্ছে যোহর ও আসর এবং রাতের কিছু অংশের নামায হলো মাগরিব ও ইশা।

(খাযায়িনুল ইরফান, ৪৩৮ পৃষ্ঠা) (তাফসীরে নাসফী, ৫১৬ পৃষ্ঠা)

"**তাফসীরে সীরাতুল জিনান**" ৪র্থ খন্ডের ৫১১ পৃষ্ঠায় এই আয়াতের আলোকে লিপিবদ্ধ রয়েছে: (আয়াতে করীমায় বর্ণনাকৃত) সৎকর্মসমূহ দ্বারা ঐ পাঞ্জেগানা (অর্থাৎ ৫ ওয়াক্ত) নামাযকে বুঝানো হয়েছে, যা আয়াতে উল্লেখ (বর্ণনা) হয়েছে অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সবধরনের নেককাজ কিংবা এর দ্বারা "سُبْحٰنَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ" পাঠ করাই উদ্দেশ্য। **(তাফসীরে মাদারিক, ৫১৬ পৃষ্ঠা)**

ছোট গুনাহের জন্য কাফফারা স্বরূপ কতিপয় নেকী

এই আয়াত দ্বারা বুঝা গেলো, নেকী ছোট গুনাহের কাফফারা হয়ে থাকে, সেই নেকী নামায হোক কিংবা সদকা (ও খয়রাত) অথবা যিকির ও ইসতিগফার বা অন্য কিছু। **(তাফসীরে খাযিন, ২/৩৭৫)** হাদীসে পাকে এমন অসংখ্য আমলের বর্ণনা রয়েছে, যা সগিরা গুনাহের কাফফারা (অর্থাৎ মোছনের মাধ্যম) হয়ে থাকে। এখানে তা থেকে কয়েকটি বর্ণনা করা হলো:

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী

(১) পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও এক জুমা থেকে আরেক জুমা পর্যন্ত আর এক রমযান থেকে আরেক রমযান এসব ঐ সকল গুনাহ সমূহের কাফফারা স্বরূপ, যা এই মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত হয়েছে, যদি মানুষ কবীরা (অর্থাৎ বড়) গুনাহ থেকে বিরত থাকে। (মুসলিম, ১১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৫২) (২) যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখলো এবং এর সীমারেখা চিনলো আর যে বিষয় থেকে বিরত থাকা উচিত তা থেকে বিরত থাকলো, তবে যা পূর্বে করেছে তার কাফফারা হয়ে গেলো। (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩১০, হাদীস: ৩৬২৩) (৩) এক ওমরা থেকে আরেক ওমরা পর্যন্ত ঐসকল গুনাহের কাফফারা স্বরূপ, যা মধ্যবর্তী সময়ে হয়েছে এবং মকবুল হজ্জের (কবুলকৃত হজ্জের) সাওয়াব হলো জান্নাত। (বুখারী, ১/৫৮৬, হাদীস: ১৭৭৩) (৪) যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণ করলো, তবে এই অন্বেষণ তার পূর্ববর্তী গুনাহের কাফফারা হবে।

(তিরমিযী, ৪/২৯৫, হাদীস: ২৬৫৭)

"কাফফারা" দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ৪টি হাদীসে মুবারাকায় **"কাফফারা"** শব্দটি এসেছে, এতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ছোট গুনাহের ক্ষমা অর্জিত হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে নামায খুবই মহত্বপূর্ণ ইবাদত, এর বরকত থেকে শুধুমাত্র দূর্ভাগারাই বঞ্চিত থাকতে পারে। নামায যেমনিভাবে অসংখ্য সাওয়াব অর্জনের মাধ্যম, তেমনি তা আদায় করাতে সগিরা (অর্থাৎ ছোট) গুনাহের ক্ষমা হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

হযরত ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অযু করে বললেন:

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত হারিস رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ হতে বর্ণিত, হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একদিন উপবিষ্ট ছিলেন এবং আমরাও বসা ছিলাম, এমন সময় মুয়াজ্জিন সাহেব এসে গেলো, হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পানি আনিয়ে অযু করলেন, অতঃপর বললেন: আমি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এভাবে অযু করতে দেখেছি এবং আমি **তাঁকে** এরূপ ইরশাদ করতেও শুনেছি: যে ব্যক্তি আমার এই অযুর ন্যায় অযু করবে অতঃপর যোহরের নামায পড়বে, তবে **আল্লাহ পাক** তার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন অর্থাৎ ঐসকল গুনাহ, যা ফজরের নামায ও যোহরের নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে সংগঠিত হয়েছে। অতঃপর যখন আসরের নামায পড়ে, তখন যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন, এরপর যখন মাগরিবের নামায পড়ে তখন আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর ইশার নামায পড়ে তখন ইশা ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর যদিও সে সারা রাত ঘুমিয়ে অতিবাহিত করে অতঃপর যখন উঠে অযু করে এবং ফজরের নামায পড়ে, তখন ইশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং এটাই সেই নেকী, যা গুনাহ সমূহকে দূর করে দেয়।

(আল আহাদীসুল মুখতারা, ১/৪৫০, হাদীস: ৩২৪)

নামাযের দ্বারা গুনাহ ধুয়ে যায়

হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যদি তোমাদের মধ্যে কারো আঙ্গিনায় নদী থাকে, সে এতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তবে তার শরীরে কি কোন ময়লা থাকবে?

www.dawateislami.net

লোকেরা আরয করলো: জ্বি, না। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: নামায গুনাহ সমূহকে এভাবে ধুয়ে দেয়, যেভাবে পানি ময়লা ধুয়ে দেয়।" (ইবনে মাজাহ, ২/১৬৫, হাদীস: ১৩৯৭)

ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام ও ময়লা যুক্ত পাখি (ঘটনা)

হযরত ঈসা রূহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام একবার সমুদ্রের তীরে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام একটি পাখি দেখলেন, যে সমুদ্রের কাদায় গড়াগড়ি দিচ্ছিলো আর এই কারণে তার শরীর ময়লা যুক্ত হয়ে গেছে। অতঃপর সে সেখান থেকে বের হয়ে সমুদ্রের পানিতে গোসল করতে লাগলো, যার কারণে সে পূনঃরায় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে গেলো, এই কাজটি সে পাঁচবার করলো। হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এই কাজ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام তাঁকে আশ্চর্য হতে দেখে বললেন: এখানে যা আপনাকে দেখানো হয়েছে, তা হযরত **মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের নামাযীর উদাহরণ আর এই কাদা তাদের গুনাহের উদাহরণ এবং সমুদ্রে গোসল করা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ। (নুযহাতুল মাজালিস, ১/১৪৫) অর্থাৎ যেভাবে এই পাখিটি কাদায় লুটোপুটি খেলো এবং গোসল করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে গেলো, এভাবেই হযরত **মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের গুনাহগাররা এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কারণে নিজের গুনাহ হতে পুতঃপবিত্র হয়ে যাবে।

হে আশিকানে নামায! আমাদের কিরূপ সৌভাগ্য যে, **দয়ালূ আল্লাহ পাক** আমাদের উপর নামায ফরয করেছেন আর অসংখ্য সাওয়াব প্রদানের পাশাপাশি এই দয়াও করেছেন যে, সেই নামাযের বরকতে

www.dawateislami.net

আমাদের গুনাহও ক্ষমা করে দেন। **আল্লাহ পাকের** দয়ার এই ভান্ডার হতে যে সংগ্রহ করে না, সে কিরূপ বঞ্চিত ও হতভাগা। এটা মনে রাখবেন, নামায দ্বারা যেখানে যেখানে গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাওয়ার আলোচনা রয়েছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সগীরা (অর্থাৎ ছোট) গুনাহ, কবীরা (অর্থাৎ বড়) গুনাহ তাওবা দ্বারা ক্ষমা হয়ে থাকে।

পড় কর নামায সাথ লো সামানে আখিরাত
মাহশর মে কাম আয়ে গী এয় ভাইয়ু! নামায

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গুনাহ এমনভাবে ঝরে যায় যেভাবে ....

নামাযীরা কিরূপ সৌভাগ্যবান যে, সে যখন নামায পড়ে তখন তার গুনাহ দ্রুততার সহিত ঝরে পড়তে শুরু করে। যেমনটি হযরত আবু যর গিফারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শীতের মৌসুমে বাইরে তাশরীফ নিয়ে আসলেন এবং গাছের পাতা ঝরে পড়ছিলো। **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি গাছের দুইটি ডাল ধরে নাড়া দিলেন, এতে পাতা ঝরে পড়তে লাগলো। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে আবু যর! আমি আরয করলাম: লাব্বাইক! **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! অর্থাৎ আমি উপস্থিত হে **আল্লাহর রাসূল**! ইরশাদ করলেন: "যখন কোন মুসলমান **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য নামায পড়ে তখন তার গুনাহ এভাবেই ঝরে যায়, যেভাবে গাছ থেকে পাতা ঝরে থাকে।" **(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৮/১৩৩, নম্বর ২১৬১২)**

www.dawateislami.net

অন্যের গাছের পাতা ঝরানোর মাসয়ালা

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকের এই অংশ (শীতের মৌসুমে বাইরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন) এর ব্যাখ্যায় লিখেন: মদীনায়ে মুনাওয়ারার বাইরে কোন জঙ্গলে আর তা শীতকাল ছিলো তাইতো ডাল নাড়া দেয়াতে পাতা ঝরে যাচ্ছিল এবং এমনিতেই তো পাতা ঝরতে থাকে। হাদীস শরীফের এই অংশ (গাছের দু'টি ডাল ধরে নাড়া দিলেন) এর ব্যাখ্যায় বলেন: সম্ভবত এই গাছটি কোন জঙ্গলের, যার ফুল ফল পাতা সবই পথিকরা ছিড়তে পারতো, আর হতে পারে যে, গাছটি **তাঁরই** নিজের ছিলো বা এমন কোন ব্যক্তির ছিলো যে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই কাজে সন্তুষ্ট ছিলো। অন্যথায় অপরের গাছের পাতা ইত্যাদি ঝরানো নিষেধ। হাদীসে মুবারকের এই অংশ (গুনাহ এমনভাবে ঝরে, যেভাবে গাছের পাতা ঝরে) এর ব্যাখ্যায় লিখেন: অর্থাৎ একাগ্রতার সহকারে আদায়কৃত নামায শীতকালের সেই তীব্র বাতাসের ন্যায় যা পাতা ঝরিয়ে দেয়, (তিনি আরো বলেন) এখানে (পতিত হওয়া অর্থাৎ ক্ষমা হওয়া) গুনাহ দ্বারা সগীরা (অর্থাৎ ছোট) গুনাহ উদ্দেশ্য।

(মিরাতুল মানাজিহ, ১/৩৬৭)

নামায হতে অবসর হতেই গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন মুসলমান নামায পড়ে তখন তার গুনাহ তার মাথায় রাখা হয়, যখন সে সিজদায় যায় তখন সকল গুনাহ পড়ে যায়, নামাযী যখন নামায শেষ করে তখন গুনাহ থেকে পূতঃপবিত্র হয়ে যায়।" **(মু'জামুল কবীর, ৬/২৫০, হাদীস: ৬১২৫)**

www.dawateislami.net

দুই রাকাত পড়াতে সকল সগীরা গুনাহের ক্ষমা

হযরত যায়িদ বিন খালিদ জুহানী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি দুই রাকাত নামায পড়ে আর তাতে কোন ভূল করে না, তবে পূর্বে যা (সগীরা) গুনাহ হয়েছে **আল্লাহ পাক** তা ক্ষমা করে দিবেন।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৮/১৬২, হাদীস: ২১৭৪৯)

যা গুনাহ করেছিলো তা নামাযের বরকতে ক্ষমা হয়ে গেলো

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি যেভাবে অযু করার হুকুম দেয়া হয়েছে সেভাবে অযু করলো এবং যেভাবে নামাযের হুকুম দেয়া হয়েছে সেভাবে নামায পড়লো, তবে যা পূর্বে করেছিলো, তা ক্ষমা হয়ে গেলো।

(ইবনে মাজাহ, ২/১৬৪, হাদীস: ১৩৯৬)

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! এখন আপনারা যে হাদীসে পাক শুনেছেন তার বর্ণনাকারী হলেন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রসিদ্ধ সাহাবী, মেজবানে রাসূল হযরত আবু আইয়ূব আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ। আপন প্রিয় সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমার সাহাবাগণকে মন্দ বলো না, কেননা যদি তোমাদের মধ্যে কেউ উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণও দান করে তবুও আমার সাহাবাগণের মধ্য হতে কোন একজনের মুদ (অর্থাৎ পরিমাপের একক বিশেষ) পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না এবং মুদের অর্ধেক পর্যন্তও পৌঁছতে পারবে না।" (বুখারী, ২/৫২২, হাদীস: ৩৬৭৩)

www.dawateislami.net

হাদীসের ব্যাখ্যা: অর্থাৎ আমার সাহাবা প্রায় সোয়া সের যব দান করে আর তাঁরা ব্যতীত কোন মুসলমান হোক সে গাউছ, কুতুব বা সাধারণ মুসলমান পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ দান করে তবে তার স্বর্ণ **আল্লাহ পাকের** নৈকট্য এবং গ্রহণযোগ্যতায় সাহাবীর সোয়া সের যবের সমান হতে পারে না, একই অবস্থা রোযা, নামায এবং সকল ইবাদতের ক্ষেত্রেও, যেখানে মসজিদে নববীর নামায অন্যান্য জায়গার নামাযের চেয়ে ৫০ হাজার গুণ বেশী সাওয়াব, তাই যাঁরা **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য ও দীদার করেছে, তাঁদের ব্যাপারে কী বলার আছে এবং তাঁদের ইবাদতের ব্যাপারে কী বলার আছে! এই হাদীস দ্বারা জানা গেলো, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর আলোচনা সর্বদা উত্তমভাবে করা উচিৎ, কোন সাহাবীকে নগন্য শব্দাবলীর দ্বারা স্মরণ করোনা, তাঁরা ঐ ব্যক্তিত্ব, যাঁদেরকে **আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহচর্যের জন্য নির্বাচিত করেছেন, দয়ালু পিতা নিজ সন্তানকে অসৎ সংস্পর্শে থাকতে দেয় না, তবে **দয়ালু আল্লাহ পাক তাঁর নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অসৎ ব্যক্তির সাহচর্যে থাকাকে কিভাবে পছন্দ করবেন! (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৩৩৫) সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা শুধু **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহচর্য এবং অহীর যুগ পাওয়ার কারণেই ছিলো, যদি আমাদের মধ্যে কেউ ১০০০ বছর বয়স পায় ও সারা জীবন **আল্লাহ পাকের** আনুগত্য করে এবং অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকে বরং আপন যুগের সবচেয়ে বড় আবেদ (অর্থাৎ ইবাদতকারী) হয়ে যায় তবুও তার ইবাদত **নবীয়ে রহমত, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহচর্যের একটি মূহুর্তেরও সমান হতে পারে না।

(আল মাফাতিহ ফি শরহিল মাসাবিহ, ৬/২৮৬ হাদীস ৪৬৯৯)

www.dawateislami.net

নাম ও উপনাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মদীনা মুনাওয়ারায় **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মেজবানী (Hospitality) বা মেহমানদারী করার সৌভাগ্য অর্জনকারী সর্বপ্রথম সৌভাগ্যবান হযরত আবু আইয়ূব আনসারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ই ছিলেন। তাঁর আসল নাম ছিলো খালিদ বিন যায়িদ আর উপনাম ছিলো আবু আইয়ূব। হিজরতের পূর্বে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক হাতে বাইআত গ্রহণকারী প্রায় ৭০ জন সৌভাগ্যবান ব্যক্তির মধ্যে তিনিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (তাবকাতে ইবনে সাআদ, ৩/৩৬৮-৩৬৯)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অতুলনীয় সম্মান প্রদর্শন

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ প্রতিটি ক্ষেত্রে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অতুলনীয় সম্মান ও আদব এবং ভক্তি ও আত্মত্যাগ প্রদর্শন করতেন, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য তিনি সর্বপ্রথম উপরের তলা পেশ করেছিলেন কিন্তু **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (সাক্ষাতকারীদের সহজতার জন্য) নিচ তলা পছন্দ করেন। একবার উপরের তলায় পানির কলসি ভেঙ্গে গেলো, তখন তিনি দ্রুত কম্বল দিয়ে সমস্ত পানি শুকিয়ে নিলেন, ঘরে একটি কম্বলই ছিলো, যা পানিতে ভিজে গিয়েছিলো কিন্তু তিনি এটা মানতে পারলেন না যে, পানি প্রবাহিত হয়ে গিয়ে নিচ তলায় চলে যাক আর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামান্য কষ্ট হোক। (সিরাতে ইবনে হিশাম, ১৯৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

যেনো বেয়াদবী হয়ে না যায়

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন: **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর নিকট (মেহমান হয়ে) নিচ তলায় অবস্থান করেন আর হযরত আবু আইয়ূব আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উপরের তলায় ছিলেন, হযরত আবু আইয়ূব আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মনে এক রাতে এই খেয়াল আসলো যে, আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মাথা মুবারকের উপর (ছাদে) চলাচল করছি, এটা মনে আসতেই তিনি এক পাশে সরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন, অতঃপর **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট আরয করলেন। **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "নিচ তলায় অনেক সুবিধা রয়েছে।" হযরত আবু আইয়ূব আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন: আমি এই ছাদের উপর থাকতে পারবো না, যার নিচে আপনি অবস্থান করছেন। তখন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উপরের তলায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং হযরত আবু আইয়ূব আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিচের তলায় চলে এলেন। **(মুসলিম, ৮৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৩৫৮)**

পাত্র থেকে বরকত লাভ করতেন

রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জন্য তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খাবার পাঠাতেন, যখন পাত্র ফেরত আসতো তখন জিজ্ঞাসা করতেন: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আঙ্গুল মুবারক কোন জায়গায় লেগেছে? বরকত লাভের জন্য পবিত্র আঙ্গুল লাগার স্থান থেকে খাবারের লোকমা উঠাতেন এবং খেতেন। **(মুসনাদে আহমদ, ৯/৩৫, হাদীস: ২৩৫৭৬)**

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোয়া

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একবার **মক্কী মাদানী মুস্তফা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান ঘরে সারা রাত পাহারা দেন, সকাল হলে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এরূপ দোয়া লাভ হলো: **"হে আল্লাহ পাক!** তুমি আবু আইয়ূবকে নিজ যিম্মায় ও নিরাপত্তায় রাখো, যেভাবে সে আমাকে নিরাপত্তা প্রদানে রাত অতিবাহিত করেছে।"

(সীরাতে ইবনে হিশাম, ৪৪২ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ! তোমার থেকে সকল প্রকার অপছন্দনীয় বিষয় দূর করুক

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার সাফা-মারওয়ার সাঈ করছিলেন, এমনসময় দাঁড়ি মুবারকে (কোন পাখির) একটি পালক পড়লো, হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ূব আনসারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হলেন এবং দাঁড়ি মুবারক থেকে সেই পাখির পালকটি নিয়ে নিলেন। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে দোয়া করলেন: **আল্লাহ পাক** তোমার কাছ থেকে সকল প্রকার অপছন্দনীয় বস্তুকে দূর করে দিক। **(মু'জামুল কবীর, ৪/১৭২, হাদীস: ৪০৪৮)**

মর্যাদাময় মৃত্যু

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যখন মুবারক জীবনের শেষ সময়ে কঠিন অসুস্থ হয়ে গেলেন, তখন ইসলামের মুজাহিদদের বললেন: আমাকে যুদ্ধের মাঠে নিয়ে চলো এবং নিজ সারিতে শয়ন করিয়ে রাখবে, যখন আমার ইন্তিকাল হয়ে যাবে তখন আমার লাশ দুর্গের প্রাচীরের নিকট দাফন করে দিবে। সুতরাং ৫১ হিজরীতে জিহাদের সময় তাঁকে কুস্তুন্তুনিয়ার (বর্তমান ইস্তাম্বুল) দূর্গের প্রাচীরের পাশে দাফন করে

www.dawateislami.net

দেয়া হলো। প্রথমে সন্দেহ ছিলো যে, হয়তঃ অমুসলিমরা কবর মুবারক খুঁড়ে ফেলবে কিন্তু তাদের মাঝে এমন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো যে, পবিত্র মাযারে হাতও লাগাতে পারেনি এবং নিঃসন্দেহে এটা **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক দোয়ার প্রভাব ছিলো, তিনি সারা জীবন বিপদাপদ ও দুঃখ কষ্ট থেকে নিরাপদ ছিলেন। আর ইন্তিকালের পরও শত শত বছর পর্যন্ত অমুসলিমরা তাঁর কবর মুবারকের নিরাপত্তা ও নজরদারি করে আসছিলো, এমনকি কুস্তুন্তুনিয়ায় (ইস্তাম্বুল) মুসলমানরা বিজয়ের পতাকা উত্তোলন করে দিলেন। আজও তুর্কীর রাষ্টীয় ক্ষমতার অধীনে তাঁর মাযার মুবারক তেমনই শান ও শওকত সহকারে আগমনকারীদের অন্তরে আনন্দ ও চোখে শীতলতা প্রদান করে যাচ্ছেন। (কারামাতে সাহাবা, ১৮২ পৃষ্ঠা)

মাযার শরীফের বরকত

অনাবৃষ্টির সময় লোকেরা হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ুব আনসারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাযার শরীফে উপস্থিত হয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করতো, তখন **আল্লাহ পাক** তাঁর উসিলায় বৃষ্টি বর্ষণ করে দিতেন।

(তাবকাতে ইবনে সাআদ, ৩/ ৩৭০)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আবু আইয়ুব কা সদকা, ইলাহী! মাগফিরাত ফরমা,
হামে দোনো জাহানো কী এনায়ত আফিয়ত ফরমা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

একনিষ্ঠতা সহকারে দুই রাকাত নামায আদায়কারী জাহান্নাম থেকে মুক্ত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি একাকিত্বে দুই রাকাত নামায এমনভাবে পড়লো যে, **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর** ফিরিশতা ব্যতীত কেউ দেখলো না, তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হয়।

(কানযুল উম্মাল, ৪/১২৫, ১৯০১৫)

নেকী গোপন রাখার ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী:

হে আশিকানে নামায! বান্দার উচিত, যেভাবে হোক নিজ নেকী গোপন রাখা। নিজের নফল রোযা, নামায, হজ্জ, ওমরা, সদকা ও দান-অনুদান, দ্বীনি খেদমত ইত্যাদি বিনাকারণে প্রচার না করা উচিৎ। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৪টি বাণী: (১) মানুষের এমন জায়গায় নফল নামায পড়া, যেখানে লোকজন তাকে না দেখে, তবে তা মানুষের সামনে আদায়কৃত ২৫ (রাকাত) নামাযের সমান। (কানযুল উম্মাল, ৩/১২) (২) গোপন (অর্থাৎ লুকিয়ে প্রদানকৃত) সদকা **আল্লাহ পাকের** গযবকে প্রশমিত করে। (মু'জামুল কবীর, ১৯/৪২১, হাদীস: ১০১৮) (৩) গোপন আমল প্রকাশ্য আমলের চেয়ে ৭০ গুণ উত্তম। (আল ফিরদৌস বিমাচুরিল খিতাব, ৩/১২৯, হাদীস: ৪৩৪৮) (৪) গোপন আমল প্রকাশ্য আমলের চেয়ে উত্তম।

(আল ফিরদৌস বিমাচুরিল খিতাব, ২/৩৪৭, হাদীস: ৩৫৭২) (জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল, ১/১৭২)

বানা দে মুঝ কো ইলাহী খুলুস কা পে'কর,
করীব আয়ে না মেরে কভী রিয়া ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হজ্জ সম্পন্নকারী মুহরিমদের ন্যায় সাওয়াব

হযরত আবু উমামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে পবিত্রতা অর্জন (অর্থাৎ অযু বা গোসল) করে নিজের ঘর হতে ফরয নামাযের জন্য বের হলো, তবে তার প্রতিদান এমন, যেমন হজ্জ সম্পন্নকারী মুহরিমের (অর্থাৎ ইহরাম পরিধানকারী) এবং যে চাশত এর জন্য বের হয় তার প্রতিদান ওমরা পালনকারীর ন্যায় আর এক নামায থেকে অপর নামায পর্যন্ত, উভয়ের মধ্যখানে কোন অহেতুক কিছু যেনো না হয়, তবে ইল্লিয়িনে লেখা হয়ে যায় (অর্থাৎ কবুলিয়্যতের মর্যাদায় পৌঁছে যায়)।

(আবু দাউদ, ১/২৩১, হাদীস: ৫৫৮) (বাহারে শরীয়াত ১/৪৩৮)

মাওলার দরজায় করাঘাত করা

সাহাবী ইবনে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا হতে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মানুষ নামাযের সময় যেনো বাদশাহর দরজায় করাঘাত করে (অর্থাৎ Knock করে) থাকে আর যে ব্যক্তি সর্বদা কোন বাদশাহর দরজায় করাঘাত করতে থাকে তবে তা কখনো না কখনো খুলেই যাবে।

(আল ফিরদৌস বিমাচুরিল খিতাব, ১/২০১, হাদীস: ৭৬০)

আমি গোসল সম্পর্কে জানতামও না

হে আশিকানে নামায! মন লাগুক বা না লাগুক অধিকহারে নামায পড়তে থাকুন, اِنۡ شَآءَ اللّٰہ এক দিন না এক দিন আমাদের নামাযে বিনয় ও একাগ্রতার নূর দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। আসুন একটি **"মাদানী বাহার"** শ্রবণ করি: ফুলনগর (পাতুকী, পাঞ্জাব) এর এক যুবক ইসলামী ভাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে নামায বর্জন করা,

www.dawateislami.net

পিতামাতার অবাধ্যতা করা এবং নাটক সিনেমা দেখার অভ্যাস ছিলো, স্বয়ং তারই কথা হলো: "আমি গোসল সম্পর্কে জানতামই না, অথচ আমার বয়স ১৬ বছর হয়ে গিয়েছিলো।" তার উপর **আল্লাহ পাকের** দয়া এভাবে হলো: তার মহল্লার ইসলামী ভাই তাকে রমযান শরীফের শেষ দশদিনের ইতিকাফ আশিকানে রাসূলের সাহচর্যে করার উৎসাহ দিলো, মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা আনওয়ার টাউন ফুলনগরে ইতিকাফ করার জন্য পৌঁছে গেলো, তখন সেখানকার পরিবেশ তার ভালো লাগলো আর সে সেখানে গোসলের পদ্ধতি এবং শরয়ী মাসয়ালাও শিখলো ও গুনাহ থেকে তাওবা করে নিলো। **দা'ওয়াতে ইসলামীর** দ্বীনি কাজ করতে করতে তার হালকা পর্যায়ের কাফেলার যিম্মাদার হওয়ারও সৌভাগ্য নসীব হয়।

ভাই গর চাহতে হো "নামাযেঁ পড়ো" মাদানী মাহোল মে কর লো তুম ইতিকাফ
নেকীয়োঁ মে তামান্না হে "আগে বাড়ো" মাদানী মাহোল মে কর লো তুম ইতিকাফ

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

৭০ হাজার ফিরিশতা পিছনে নামায আদায় করে

হযরত খালিদ বিন মা'দান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি শুনেছি যে, **আল্লাহ পাক** তিন ব্যক্তির ব্যাপারে ফিরিশতাদের সামনে গর্ব করেন: (১) ঐ ব্যক্তির প্রতি, যে সমতল ময়দানে আযান ও ইকামত বলে একাই নামায পড়ে, **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: আমার বান্দাকে দেখো! যে একাকী নামায পড়ছে, আমি ছাড়া তাকে কেউ দেখছে না, যাও! ৭০ হাজার ফিরিশতা তার পিছনে নামায আদায় করো। (২) ঐ ব্যক্তির প্রতি, যে রাতে উঠে একাকী নামায পড়ে, সিজদায় যায় এবং ঐ অবস্থায়

www.dawateislami.net

ঘুম চলে আসে, তখন **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: আমার বান্দাকে দেখো! তার রূহ আমার নিকট এবং শরীর আমার দরবারে সিজদা অবস্থায় রয়েছে। (৩) ঐ ব্যক্তির প্রতি, যে প্রবল যুদ্ধে অটল ছিলো, এমনকি শহীদ হয়ে গেলো। (তাম্বীহুল গাফেলীন, ২৯০ পৃষ্ঠা)

আযান দিয়ে একাকী নামায আদায়কারী রাখাল

হে আশিকানে নামায! এই হাদীসে পাক দ্বারা কেউ এটা মনে করবেন না যে, একাকী নামায পড়া জামাআত সহকারে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম, কখনোই এমন নয়। এই ফযীলত তো এমন জঙ্গল, মরুভূমি এবং পাহাড় ইত্যাদির জন্য, যেখানে বান্দা একা থাকে এবং এমন কোন মসজিদও নেই যেখানে গিয়ে জামাআত সহকারে নামায আদায় করবে। এর সমর্থনে **"সুনানে আবু দাউদ"** এর একটি হাদীসে পাক উপস্থাপন করছি, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা উকবা বিন আমের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের **প্রতিপালক** ঐ ছাগল পালের রাখালের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যে পাহাড়ের চূড়ায় রয়েছে, সেখানে নামাযের আযান দেয় ও নামায পড়ে। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: আমার এই বান্দাকে দেখো! আযান দিচ্ছে আর নামায কায়েম করছে এবং আমাকে ভয় করছে, নিশ্চয় আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিয়েছি এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো।" (আবু দাউদ, ২/৭, হাদীস: ১২০৩)

হাদীসের ব্যাখ্যা: হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ **"মিরাত"** ১ম খন্ডের ৪১৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন: জানা গেলো, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য সর্বাবস্থায় আযান দেয়া যদিও জঙ্গলে একা নামায পড়ে। **"মিরকাত (প্রণেতা)"** বলেন: আযানের বরকতে জ্বিন ও ফিরিশতারাও

www.dawateislami.net

তার সাথে নামায পড়ে এবং সে জামাআতের সাওয়াব পায়। তাকবীরের ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে কিন্তু উত্তম হচ্ছে যে, তাকবীর বলা, কেননা আযান ও তাকবীরের মাধ্যমে নামাযের অবগিতকরণ ছাড়াও আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে। হাদীসে পাকের এই অংশ (**আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন) এর ব্যাখ্যায় লিখেন: (হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:) (উদ্দেশ্য হচ্ছে) ফিরিশতা দ্বারা নবীগণ ও আউলিয়াগণের রূহকে[১] বরং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও (**আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন) আর এই অংশ (আমার এই বান্দাকে দেখো!) এর ব্যাখ্যায় লিখেন: জানা গেলো, ফিরিশতা, নবীগণ ও আউলিয়াগণের রূহে এই শক্তি রয়েছে যে, এক জায়গায় অবস্থান করে সমস্ত জগতকে দেখে নেন, কেননা **আল্লাহ পাক** তাদেরকেই ইরশাদ করেন: "এই পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থানরত বান্দাকে দেখো!"

সাত আসমানের ফিরিশতাদের সমসংখ্যক নেকী

হযরত আল্লামা সৈয়্যদ মাহমুদ আহমদ রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের কিতাব "**মাসায়িলে নামায**" এ লিখেন: নামায হলো সাত আসমানের ফিরিশতাদের ইবাদত, প্রথম আসমানে (১) ফিরিশতা কিয়াম (অর্থাৎ দাঁড়ানো) অবস্থায় আছে, দ্বিতীয় আসমানে (২) রুকু অবস্থায়, তৃতীয় আসমানে (৩) সিজদা অবস্থায়, চতুর্থ আসমানে (৪) কা'দা অর্থাৎ বসা অবস্থায়, পঞ্চম আসমানে (৫) তাসবীহ (অর্থাৎ পবিত্রতা বর্ণনা করা অবস্থায়, ষষ্ঠ আসমানে (৬) তাহলীল (অর্থাৎ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ এর ওযীফা) পাঠ করা অবস্থায়, সপ্তম আসমানে (৭) তামজীদ (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** মহত্ব

১. মিরকাত, ২/৩৬০, হাদীস ৬৬৫।

www.dawateislami.net

ও প্রশংসা বর্ণনা) করা অবস্থায়। যখন মু'মিন বান্দা দুই রাকাত নামায উল্লেখিত পদ্ধতির (অর্থাৎ বর্ণনাকৃত কর্ম ও পাঠ করার বিষয়গুলোর) আলোকে আদায় করে, **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: "তার আমল নামায় সাত আসমানের ফিরিশতাদের সমসংখ্যক নেকী লিখে দাও।" ইমাম নাজমুদ্দীন ওমর নাসাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"খাসায়িল"** এ উল্লেখ করেন: জমিনের স্তর সমূহকেও এর দ্বারা অনুমান করা উচিৎ, গাছ এবং মিনার ও পাহাড় দাঁড়ানো অবস্থায় রয়েছে আর চতুষ্পদ প্রাণী রুকু অবস্থায় এবং মাটির ভেতর থেকে আগমনকারী (যেমন; কীট পতঙ্গ) সিজদা অবস্থায় আর দেয়াল ও শুকনো ঘাস এবং বালি ইত্যাদি বসা অবস্থায় রয়েছে, কুরআনে করীমের আয়াত দ্বারা তাই প্রমাণ করে:

وَاِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِیْحَهُمْ

(পারা ১৫, বনী ইসরাঈল, আয়াত ৪৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর এমন কোন বস্তু নেই, যা তাঁর প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা ঘোষণা করে না; হ্যাঁ, তোমরা তাদের তাসবীহ অনুধাবন করতে পারো না। (মাসায়িলে নামায, ২৬ পৃষ্ঠা)

পড়তে রহো নামায খোদা হি কে ওয়াসতে! কেয়সী ফযিলাতে হে নামাযী কে ওয়াসতে!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে সকল প্রকার জাহেরী ও বাতেনী আদব সহকারে নামায আদায় করার তৌফিক দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সব ইতর ও ফুল হোঙ্গে নিচাওয়ার পচিনে পর
খুঁশবো মে জব বাসায়েঙ্গী এ্যয় ভাইয়ুঁ! নামায

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হার ইবাদত সে আ'লা ইবাদত নামায

হার ইবাদত সে বরতর ইবাদত নামায
সারি দৌলত সে বড় কর হে দৌলত নামায
কলবে গমগীঁ কা সামানে ফরহত নামায
হে মরীযোঁ কো পয়গামে সিহহাত নামায
নারে দোযখ সে বে শক বাঁচায়েগী ইয়ে
রব সে দিলাওয়েগী তুম কো জান্নাত নামায
পেয়ারে আক্বা কি আঁখোঁ কি ঠান্ডাক হে ইয়ে
কলবে শাহে মদীনা কি রাহাত নামায
ভাইয়ুঁ! গর খোদা কি রিযা চাহিয়ে
আ'প পড়তে রাহে বাজামাআত নামায
আও মসজিদ মে ঝুক জাও রব কে হুযুর
তুম কো দিলওয়েগী হক সে রিফআত নামায
এ্যয় গরীবোঁ! না ঘাবড়াও সিজদা করো
দেয় গী বরকত, মিঠায়ে গী গুরবত নামায
সবর সে অউর নামাযোঁ সে চাহো মদদ
পুরি করওয়ায়ে হার এক হাজত নামায
খুব নফলোঁ কে সিজদোঁ মে মাঙ্গো দোয়া
পুরি করওয়ায়ে গী রব সে হাজত নামায
কিউঁ নামাযী জাহান্নাম মে জায়ে ভালা!
ইস কো দিলওয়ায়ে গী বাগে জান্নাত নামায
জু মুসলমান পাঁচোঁ নামাযেঁ পড়ে
লে চলে গী উনহে সুয়ে জান্নাত নামায
হোগী দুনিয়া খারাব আখিরাত ভি খারাব
ভাইয়োঁ! তুম কভী ছোড়ো না মত নামায
বে নামাযী জাহান্নাম কা হকদার হে
ভাইয়োঁ! তুম কভী ছোড়ো না মত নামায
কবর মে সাঁপ বিচ্ছু লেপট জায়ে গী
ভাইয়োঁ! তুম কভী ছোড়ো না মত নামায
সেহে সাকো গে না দোযখ কা হারগিজ আযাব
ভাইয়োঁ! তুম কভী ছোড়ো না মত নামায
দেখো! আল্লাহা নারায হো জায়ে গা
ভাইয়োঁ! তুম কভী ছোড়ো না মত নামায
ইয়া খোদা তুঝ সে আত্তার কি হে দোয়া
মুস্তফা কি পড়ে পেয়ারি উম্মত নামায

(ওয়াসায়িলে ফেরদাউস, ২২-২৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net